যায়যায়দিন

তারিখ 11 NOV 2007
পৃষ্ঠা কলাম

একে একে বন্ধ হয়ে গেল সব স্কুল

চরফ্যাশনের চর মনোহর ও চর লিউলিন

চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা

ভোলার চরফ্যাশনের পশ্চিমাঞ্চলীয় দুটি গ্রাম চর মনোহর ও চর লিউলিন। চরফ্যাশনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ দুটি গ্রামে সরকারি-বেসরকারি এবং বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সহস্রাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সরেজমিন গিয়ে দুটি চরের হতভাগ্য শিক্ষার্থী ও উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান তাদের দুর্ভাগ্যের এ করুণ ইতিকথা।

তেতুলিয়া নদী দ্বারা চরফ্যাশনের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চর মনোহর ও চর লিউলিন গ্রাম দুটির অবস্থান পটুয়াখালীর বাউফল সীমান্তে। লোকসংখ্যা ২০ হাজার। বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা সহস্রাধিক বলে বেসরকারি সংস্থার জরিপের তথ্য। এখানে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ১৯৯৮ সালে একটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হলেও বেতনভাতাসহ সরকারি সহযোগিতার অভাবে ২০০৫ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেছে। ২০ বছর আগে অ্যাকশন এইড, পর্যায়ক্রমে কোস্ট ট্রাস্ট, ব্র্যাক এ দ্বীপে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখলেও এখন কেউ নেই। ফলে দুটি গ্রামের বর্তমান শিশুরা যেমন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি আগামী দিনের শিশুদের শিক্ষার অনিশ্চয়তা জোরদার হচ্ছে। চর মনোহরের বৃদ্ধ তাজুল হক (৬৫) জানান, ১৯৯০ সালে চর মনোহর গ্রামে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল। পরে নীতিমালার জালে প্রতিষ্ঠানটি আটকে যায়। চাকরির আশায় দীর্ঘদিন শ্রম দিয়ে চাকরির অনিশ্চয়তা দেখে শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যায়। অ্যাকশন এইড নির্মিত যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্কুলটি চালু ছিল সেখানে এখন গরু-মহিষের খোয়াড়ে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সরকারি ঘোষণানুযায়ী চর মনোহর গ্রামে ১৯৯৮ সালে একটি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ২০০০ সালে স্কুলের বিশাল ভবন কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত হয়। কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় ঘনীভূত হওয়ায় ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে এ প্রতিষ্ঠানটিও বন্ধ হয়ে গেছে।

সরেজমিনে গেলে এ বিদ্যালয় ভবনে বেশ কিছু শিশু ও অভিভাবক ছুটে আসেন। শিক্ষা বিভাগের বড় অফিসার গোছের লোক ভেবে আপাতত শিশু ও অভিভাবকরা আকুতি-মিনতি করে বলেন, স্যার আমাদের এলাকায় স্কুল দেন। আমরা ভাত চাই না। শুধু একটা স্কুল চাই। আপনারা বড় অফিসার। একটা স্কুল দিলে আপনাদের তো ক্ষতি নেই।

চর মনোহর গ্রামের সীমা ও বড় বোন কামরুননাহার এই কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে কামরুন নাহার উপবৃত্তি পেতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বিউটি, রূপবান এবং প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ইলিয়াছ উপবৃত্তি পেতো। তাদের একাধিক ভাইবোনসহ এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিল ৩৩৭ জন।

২০০৪ সালের শেষের কিস্তিতে ১০০ জন উপবৃত্তি পেয়েছে। কিন্তু সরকারি অবহেলায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। বিশাল স্কুল ভবনটি ঘিরে শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের দীর্ঘশ্বাসে দ্বীপের বাতাস ভারি হয়ে আছে। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা মমতাজ বেগম জানান, সাত বছর বিনা বেতনে শ্রম দিয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত এসে কোনো ভবিষ্যৎ দেখছি না। তাই স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। শিক্ষকরা স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। এ স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এ দ্বীপের দুই গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ঠিকানাও মুছে গেল। এ দ্বীপের গ্রামগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম উদ্যোগ নেয় এনজিও। একটা দীর্ঘ সময় এনজিও এখানে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ধরে রেখেছিল। কিন্তু এখন কেউ নেই। কোনো আশা নেই। আছে শুধু হতাশা আর অনিশ্চয়তা।